মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

"সংশোধিত"

www.jessoreeducationboard.gov.bd

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২০ এর ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নম্বর: পনি/উমা/বিজ্ঞপ্তি/৮৫

তারিখ : ০২-১২-২০১৯

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণের বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক যথাসময়ে সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হলো।

২। (ক) কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। তবে যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে।

(খ) কোন পরীক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ কিংবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও পরীক্ষার্থীর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারবে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকতর সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এ মডেল টেস্ট কোন পরীক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং এর জন্য অতিরিক্ত ফি ধার্য বা আদায় করা যাবে না।

৩। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ফি বাবদ মোট পরিশোধিত অর্থের সোনালী সেবার রশিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। এইচএসসি পরীক্ষা-২০২০ অনুষ্ঠানের তারিখ: ০১/০৪/২০২০ (বুধবার)।

৫। ইলেক্ট্রনিক ফরম ফিলাপ **eFF** এর কার্যক্রম ও পরীক্ষার ফি এর হার নিম্নে প্রদত্ত হলো :

৬। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
ক	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত (রিটেইন্ড) পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় তালিকাভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	ইতোপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে
খ	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ : **নোট :** যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২০১৮ সালে আংশিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাবে না । উল্লেখ্য যে, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।	ইতোপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে
গ	রেজিস্ট্রেশন নবায়নের শেষ তারিখ : **নোট :** ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে শুধু ২০২০ সালে ঐ এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২৫০/ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)।	১৯/১২/২০১৯
ঘ	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফল প্রকাশের শেষ তারিখ:	১০/১২/২০১৯
ঙ	যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (probable list) প্রদর্শন	১২/১২/২০১৯
চ	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন ও বিলম্ব ফিস ছাড়া "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার তারিখ: উল্লেখ্য, (ক) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। অনুরূপ ভুলের জন্য যাবতীয় দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে। (খ) নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা মুদ্রণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।	১২/১২/২০১৯ থেকে ২২/১২/২০১৯
ছ	বিলম্ব ফি ছাড়া পরীক্ষার্থীদের "ফি" অনলাইনে প্রেরণ শেষ তারিখ	২৩/১২/১৯
জ	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/-(একশত টাকা) হারে বিলম্ব ফি সহ "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার তারিখ:	২৪/১২/২০১৯ থেকে ২৯/১২/২০১৯
ঝ	কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের তালিকার ২ (দুই) কপি এবং প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/ (একশত টাকা) হারে তালিকাভূক্তি ফি বোর্ডে জমা দিতে হবে।	ইতোপূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
ঞ	ফিসের যাবতীয় অর্থ জমাদান : যশোর শিক্ষা বোর্ডের Website এ Institute Panel (Institute. **jessoreboard.gov.bd)** এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (**Probable List**) থেকে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার পর payment Slip অপশন থেকে সোনালী সেবার স্লিপ প্রিন্ট করে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ফি জমা প্রদান করে ব্যাংক স্বাক্ষরিত রশিদের একটি কপি সংরক্ষণ করতে হবে।	
ট	সোনালী সেবাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর Final Submit বাটনে ক্লিক করে Final Submit সম্পন্ন করতে হবে। নতুবা ফরম পূরণ সম্পন্ন হবে না এবং প্রবেশপত্র ইস্যু করা যাবে না।	

৭। সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার কপি ও পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরসহ চূড়ান্ত প্রিন্ট আউট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবেন।

৮। (ক) যে সকল কলেজে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের ০২ কপি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরি করে এ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর নিকট ০১ (এক) কপি এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার সেকশন অফিসার এর নিকট ০১ (এক) কপি হাতে হাতে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

"ছক"

ক্রমিক	বিভাগ	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

৯। এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭/২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা একাধিকবার অংশগ্রহণ করে এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য/অনুপস্থিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। **আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণ কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।** তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে চতুর্থ বিষয়সহ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ ২০২০ সালের এক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তাদেরকে অনুচ্ছেদ ৫(গ) মোতাবেক ১০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ টাকা) হারে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি বোর্ডে জমা দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে।

(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭/২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়ে, ২০১৭/২০১৮/২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিস্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭/২০১৮/২০১৯ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২০ সালের সকল/ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১০। ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত :

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ: ০৪/০১/০৩ এর ১(ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

১১। রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত :

(ক) ২০১৫-২০১৬ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ২০১৪-২০১৫ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ও বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল অধ্যক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১২। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত :

(ক) ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দুই বা ততোধিক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০২০ সালে একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬, ২০১৭,২০১৮ সালের এইচএসসি/ পরীক্ষার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৭,২০১৮,২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০১৯ সালে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও ২৫০/-(দুইশত পঞ্চাশ) টাকা নবায়ন ফি বোর্ডে জমা দিয়ে শুধু একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বি.দ্র.: আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে কখনোই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

১৩। জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :

(ক) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছরেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে; সেহেতু যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কখনই জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৪। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস সংক্রান্ত :

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
বাংলা ১ম পত্র	(ক) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০,২০১৯, সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
বাংলা ২য় পত্র	(ক) বাংলা ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭,২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ১ম পত্র	ক) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ২য় পত্র	(ক) ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯,২০১৭-২০১৮,২০১৬-২০১৭,২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০,২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান,	(ক) রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (খ) রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস	(ক) হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮,২০১৬-২০১৭,২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাসও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পৌরনীতি এবং পৌরনীতি ও সুশাসন	(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	(ক) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	(ক) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০,২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	(ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল	(ক) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০,২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পরিসংখ্যান, উচ্চতর গণিত	(ক) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (খ) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	(ক) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (খ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
ইসলাম শিক্ষা	(ক) ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২০, ২০১৯ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
সাচিবিক বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান	(ক) মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) সাচিবিক বিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) মৃত্তিকা বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৮-২০১৯, ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২০ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (ঘ) মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

১৫। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফি এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো :

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র/ বিষয়)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র আদায়কৃত)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি/ তালিকাভুক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫/-	৫০/-	১০০/-	-	-	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০/-	২৫/-	৫০/-	১০০/-	১০০/-	-	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০/-	২৫/-	৫০/-	-	১০০/-	-	১৫/-	৫/-
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫/-	৫০/-	১০০/-	-	১০০/-	১৫/-	৫/-
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫/-	৫০/-	১০০/-		১০০/-	১৫/-	৫/-

১৬। (ক) অন্যান্য ফি এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) :

i. রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)।

ii. বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)।

(খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফি:

(i) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী) ২০০/- (দুইশত টাকা)।

(ii) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর (যেমন: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী, শিক্ষক, পুলিশ, মিলিটারি) নির্বাচনী পরীক্ষা নেই তাদের ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০/- (একশত টাকা)।

১৭। কেন্দ্র ফি সংক্রান্ত (এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে) :

(ক) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় নেই) জন প্রতি ৪০০/- (চারশত টাকা)। (কেন্দ্র ফি থেকে ট্যাগ অফিসারের সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে হবে)।

(খ) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় আছে) জন প্রতি ৪০০/- (চারশত)+ ব্যবহারিক প্রতি পত্রের জন্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকা)।

(গ) এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ২০/- (বিশ টাকা)।

ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী প্রতি ১৩/- (তের) টাকা এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র শিক্ষার্থী প্রতি ০৭/- (সাত) টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না।

বি: দ্র: কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক, উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় বহন করবেন, এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র

এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে।

আদায়কৃত কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফি ব্যতীত) হতে প্রত্যেক কলেজ ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে। ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকল প্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবে। নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থী ও বিষয়ের সংখ্যা অনুপাতে মূলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কলেজকে ব্যবহারিকের নির্ধারিত ফি প্রদান করবেন।

১৮। নিয়মিত শিক্ষার্থী প্রতি ফরম পূরণ ফি নিম্নলিখিত হারে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্রমিক	বিবরণ	বিজ্ঞান শাখা (৪র্থ বিষয়সহ)	মানবিক শাখা (৪র্থ বিষয়সহ)	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা (৪র্থ বিষয়সহ)
১	বোর্ড ফি	১৬৯৫.০০	১৪৯৫.০০	১৪৯৫.০০
২	কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফি'সহ)	৮০৫.০০	৪৪৫.০০	৪৪৫.০০
	সর্বমোট =	২৫০০.০০	১৯৪০.০০	১৯৪০.০০
বিশেষ দ্রষ্টব্য : মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর ৪র্থ বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বর্ণিত ফি এর সাথে অতিরিক্ত ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা যোগ হবে এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর নৈর্বাচনিক বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বিষয় প্রতি আরো ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা যোগ হবে।				

১৯। পরীক্ষার ফি এবং ফরম বোর্ডে জমা দেয়ার নিয়মাবলি সংক্রান্ত :

(ক) পরীক্ষার যাবতীয় ফি বোর্ডের সচিবের অনুকূলে কেবল সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

(খ) কোনক্রমেই নগদ টাকা, পেঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মনি অর্ডার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রিসিট অথবা ট্রেজারি চালান ইত্যাদিতে বোর্ডের ফি গ্রহণ করা হবে না।

(গ) এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফি'র সোনালী সেবা ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

২০। ২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ পদ্ধতি সংক্রান্ত : সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর ফল নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে।

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A +	80 - 100	5.00
A	70 - 79	4.00
A-	60 - 69	3.50
B	50 - 59	3.00
C	40 - 49	2.00
D	33 - 39	1.00
F	00 - 32	0.00

২১। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত

(ক) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে কলেজ বদলি ও অভিযুক্ত হবার কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষার্থী হলে, সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন।

(খ) এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

০২/০২/২০২০

প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্র
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ই-মেইল : controller@jessoreboard.gov.bd
ফোন : ০৪২১-৬৮৬৬৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো:

১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৫। জেলা প্রশাসক, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৭। সিনিয়ির সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৮। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
৯। জেলা শিক্ষা অফিসার, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা
১০। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
১১। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, অত্র বোর্ডের আওতাধীন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১২। সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
১৩। সংরক্ষণ নথি

০২/১২/'১৭

সমীর কুমার কুন্ডু
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চ মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন : ০৪২১-৬৮৬৬৮